দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ন্যূনতম প্রাপ্তব্য নম্বর হ্রাস করার জন্য আবেদন

ইংরেজী বিষয়টি অন্যান্য বিষয়সমূহের তুলনায় অত্যন্ত কঠিন। এ বিষয়ে শতকরা ৪৫ ভাগ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী অর্জন করা খুবই কষ্টকর বিধায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত বিএ (অনার্স) পরীক্ষায় ইংরেজী (অনার্স) বিষয়ে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র গুটিকতক ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়ে যাচ্ছে। এরূপ নৈরাশ্যজনক ফলাফলের কারণে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজী (অনার্স) পড়তে এসে দারুণ হতাশায় ভুগছে। যেখানে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য বিষয়ে অনায়াসে গণহারে দ্বিতীয় শ্রেণী, এমনকি প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পেয়ে যায়, সেখানে ডবল ফার্স্ট ডিভিশন/স্টারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী হয়েও ইংরেজী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে গণহারে তৃতীয় শ্রেণী অথবা ফেল করতে হচ্ছে। এ ধরনের অবস্থা অব্যাহত থাকলে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজী বিষয় নিয়ে অনার্স/মাস্টার্স পড়তে আসবে না। কারণ আজকাল যে কোন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেই চাকুরীর জন্য স্নাতক (সম্মান) এবং মাস্টার্স পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণী না হলে আবেদনেরই সুযোগ পাওয়া যায় না। বিশেষ করে সরকারী/বেসরকারী কলেজসমূহে প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কথাটি বেশী প্রযোজ্য। বর্তমানে সারাদেশে সরকারী/বেসরকারী কলেজসমূহের ইংরেজী শিক্ষকের দারুণ সংকট বিদ্যমান। চাহিদার তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ইংরেজী (অনার্সসহ) মাস্টার্স ডিগ্রীধারীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। মফস্বল এলাকাসমূহে প্রায় কলেজেই ইংরেজী শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইংরেজী শিক্ষকের সংকট নিরসন এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজী বিষয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্সে পড়ার প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষের সদয় বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী পেশ করছি ঃ

১। ইংরেজী বিষয়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম নম্বর শতকরা ৪৫ থেকে হ্রাস করে ৪০ নম্বর করা হোক।

২। ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণী পাওয়া খুবই কঠিন এবং দুঃসাধ্য বিধায় এক্ষেত্রে ন্যূনতম নম্বর শতকরা ৬০ থেকে হ্রাস করে ৫৬ নম্বর করা হোক।

৩। ইংরেজী অনার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের অন্তত শতকরা ২৫ ভাগ দ্বিতীয় শ্রেণী এবং শতকরা ৫০/৬০ ভাগ পাস নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতি বৎসর ন্যূনতম ২০ নম্বর বিশেষ গ্রেস দানের ব্যবস্থা করা হোক।

—এম সাদেক,
বিভাগীয় প্রধান,
ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা।